এই লেখাটি 'মনভুবন' এর ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার

ট্রমা অর্থ আঘাত। এই আঘাত যেমন শারীরিক হতে পারে ঠিক তেমনিভাবে মানসিকও হতে পারে। নির্যাতনের ঘটনার আকর্ষিকতায় অনেক সময় ব্যক্তির মধ্যে ভয়, কান্নাকাটি, আত্মহত্যা ইত্যাদি তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এর ফলে তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রামের আওতায় স্থাপিত ওসিসির ২০০ জন ক্লায়েন্টদের উপর ২০০৭ সালে ফারাহ দীবা ও মোহম্মদ কামরুজ্জামান কর্তৃক একটি জরীপ পরিচালিত হয়। উক্ত জরীপ হতে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে শতকরা ৯১ ভাগ ওসিসি ক্লায়েন্টের মধ্যে ক্লিনিক্যাল পর্যায়ে উদ্বেগ এবং শতকরা ৮১.৪০ ভাগ ওসিসি ক্লায়েন্টের মধ্যে ক্লিনিক্যাল পর্যায়ে বিষন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে এবং তাদের সাহায্যের জন্য মনো-সামাজিক কাউন্সেলিং সেবা প্রয়োজন। নির্যাতনের ফলে সৃষ্ট মানসিক ক্ষতিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা না করলে, এই মানসিক সমস্যাগুলোকে ব্যক্তি সারা জীবন বহন করে যা তার পারিবারিক, সামাজিক, পেশাগত এবং অর্থনৈতিক জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে। আর তাই নির্যাতিত নারী ও শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ শিরীন শারমিন চৌধুরী, এমপি ১০ আগষ্ট ২০০৯ তারিখে ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার এর উদ্বোধন করেন। নির্যাতিত নারী ও শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য সামনে রেখে এগিয়ে যাচ্ছে:

- বাংলাদেশে অবস্থিত ৮টি ওসিসিতে আশ্রিত ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলে আগত নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের নির্যাতন পরবর্তী মনো-সামাজিক কাউন্সেলিং সার্ভিস নিশ্চিত করা।
- একদল দক্ষ পেশাজীবী তৈরী করা যারা নির্যাতিতদের মনো-সামাজিক কাউন্সেলিং প্রদান করবে।
- মনো-সামাজিক কাউন্সেলিং সার্ভিস প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পেশাজীবী এবং সেবাদাতাদের মধ্যকার শক্তিশালী যোগসূত্র স্থাপন করা।
- বাংলাদেশে উন্নত কাউন্সেলিং সার্ভিস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার হতে বিনামূল্যে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলে আগত, ঢাকা ওসিসিতে আগত নির্যাতিত নারী ও শিশু, বিজ্ঞাপন ও বিভিন্নসূত্র হতে আগত নারী ও শিশু এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সেফ হোমের অবস্থানরত নারী ও কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে আসছে। বিগত অক্টোবর২০০৯ হতে সেপ্টেম্বর ২০১১ পর্যন্ত এই সেন্টার হতে মোট ৪৯৫ জন নারী ও শিশুকে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা দিয়েছে। ৪৯৫ জন ক্লাইন্টদের মধ্যে ২০৪ জনের বিষন্নতা, ৫৩ জনের পোষ্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার, ১৮ জনের আত্মহত্যার প্রবণতা, ৯১ জনের দুঃশ্চিন্তা, ৩৭ জনের আচরণগত সমস্যা, ১২ জনের বিভিন্ন বিষয়ে ভীতি, ৭ জনের শুচিবায়ু, ৫ জনের বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা, ৫ জনের সিজোফ্রেনিয়া , ২৫ জনের বৈবাহিক দ্বন্দএবং ৩৮ জনের বিবিধ মানসিক সমস্যা পরিলক্ষিত হয়েছে।

মানসিক স্বাস্থ্যসেবাকে সকলের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এ সেন্টার হতে বিবিধ প্রশিক্ষন কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। শুরু হতে এপর্যন্ত মোট ১১৩ জনকে কাউন্সেলিং এর মৌলিক দক্ষতার উপর, সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের মোট ১৮৪ জন শিক্ষককে সার্পোটিভ কাউন্সেলিং এর উপর এবং ১২২ জনকে কাউন্সেলিংএর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়াও ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের কাউন্সেলরদের কাজের দক্ষতা বাড়াতে এবং ক্লায়েন্ট এর সাথে কাজ করার সুবিধার্থে সুপারভিশন নেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারে কর্মরত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টদ্বয় ওসিসির কাউন্সেলরদের প্রয়োজন অনুযায়ী সুপারভিশন দিয়ে থাকে। এছাড়াও ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার হতে কাউন্সেলিং এর মৌলিক দক্ষতার উপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের তাদের প্রয়োজন অনুসারে সুপারভিশন প্রদান করা হয়।

সারাদেশে মনো-সামাজিক কাউন্সেলিং সার্ভিস কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পেশাজীবী এবং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শক্তিশালী যোগসূত্র স্থাপন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে।

ইসমত জাহান, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার